Unnayan Shamannay

পলিসি ব্রিফ

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় প্রয়োজন তামাক পণ্যে কার্যকর করারোপ

মার্চ, ২০২৩

তামাকের মত ঘাতক পণ্যের বাজার সংকুচিত করার জন্য জনগণের চাহিদা কমানোর ওপর গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। আর বাজারে এই পণ্যের চাহিদা তৈরির ক্ষেত্রে নতুন প্রজন্মের গ্রাহককেই বেশি টার্গেট করা হয়। তাই তামাক পণ্যের চাহিদা কমাতে হলে এই পণ্যগুলোর উপর কার্যকর পদ্ধতিতে করারোপ করতে হবে। এতে করে তামাকের বিরুদ্ধে যে সামাজিক আন্দোলন তৈরি হয়েছে, সেটিকে আরো বেগবান করা সহজ হবে। তামাকবিরোধী সংগঠন, গবেষক ও একটিভিস্টদের পক্ষ থেকে আসন্ন ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটের জন্য বেশ কিছু প্রস্তাবনা রাখা হয়েছে। আশা করা যায়, এই প্রস্তাবনাগুলো বাস্তবায়িত হলে তা ধূমপানের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কমবে এবং তামাকজাত পণ্য থেকে অর্জিত রাজস্ব সরকারের রাজস্ব ঘাটতির পরিমাণ কমাতে ব্যাপক সহযোগিতা করবে।

এই প্রস্তাবনার মূল বিষয়

- বর্তমানে তামাক পণ্যে শতাংশ হিসেবে সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা আছে।এর পরিবর্তে সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা। এক্ষেত্রে সকল স্তরের সিগারেটে সমান করভার আরোপ (যা খুচরা মূল্যের ৬৫% সমান)।ফলে নিম্ন স্তরের সিগারেটের ওপর সম্পূরক শুল্ক ৫৭% থেকে বেড়ে ৬৫% হবে।

- ন্যূনতম খুচরা বিক্রয় মূল্য (১০ শলাকার প্যাকেট) নিম্ন স্তরের সিগারেটের জন্য ৪০ টাকা থেকে ৫৫ টাকা, মধ্যম স্তরের সিগারেটে ৬৫ টাকা থেকে ৭০ টাকা, উচ্চ স্তরের সিগারেটে ১১১ টাকা থেকে ১২০ টাকা এবং প্রিমিয়াম স্তরের সিগারেটে ১৪২ টাকা থেকে ১৫০ টাকা করা।

- ২৫ শলাকার প্যাকেটের ফিল্টারবিহীন বিড়ির ন্যূনতম খুচরা মূল্য ১৮ থেকে ২৫ টাকা এবং ২০ শলাকার ফিল্টারযুক্ত বিড়ির প্যাকেটের ন্যূনতম খুচরা মূল্য ১৯ থেকে ২০ টাকা করা।উভয় ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা যা খুচরা মূল্যের ৪৫%-এর সমান হবে।

- ধোঁয়াবিহীন তামাক পণ্য জর্দা ও গুলের জন্য প্রতি দশ গ্রামে ন্যূনতম খুচরা মূল্য যথাক্রমে ৪০ টাকা থেকে ৪৫ টাকা এবং ২০ টাকা থেকে ২৫ টাকা করা।উভয় ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা যা খুচরা মূল্যের ৬০%-এর সমান হবে।

এই প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়নে প্রত্যাশিত ফল

১৪ লক্ষ ধূমপায়ী ও ১০ লক্ষ তরুণ বিরত হবে

প্রায় ১৪ লক্ষ ধূমপায়ী ধূমপান থেকে বিরত থাকবে এবং প্রায় ১০ লক্ষ তরুণ ধূমপান শুরু করা থেকে বিরত থাকবে।

প্রায় ১০ লক্ষ অকাল মৃত্যু রোধ করা যাবে

দীর্ঘ মেয়াদে ধূমপানজনিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে প্রায় ১০ লক্ষ প্রাপ্তবয়স্ক ধূমপায়ী ও তরুণকে।

৳ ৪২ হাজার কোটির বেশি রাজস্ব আয়

সিগারেট থেকে ৪২ হাজার কোটি টাকার অধিক কর আদায় সম্ভব হবে যা পূর্বের বছরের তুলনায় প্রায় ৩০% বেশি।

১.২ শতাংশ পয়েন্ট ব্যবহার হার কমবে

সিগারেট ব্যবহারকারির হার ১৫.১% থেকে কমে ১৩.৯২% হবে।

তামাকের ব্যবহার কমাতে সরকারের প্রতিশ্রুতি ও উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সাথে সম্পর্ক

তামাক পণ্য ব্যবহারকারির অনুপাতের বিচারে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার শীর্ষে এবং বিশ্বের শীর্ষ দশটি দেশের একটি (১৫ বছর ও তদুর্ধ্ব বয়সী নাগরিকদের ৩৫.৫ শতাংশ)। বাংলাদেশে প্রতি পাঁচ জনের একজন মারা যাচ্ছে তামাকের ব্যবহারের কারণে [১]। এই প্রেক্ষাপটেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত দেশ গঠনের সময়োচিত লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন। যা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) এর ৩.৪ নং লক্ষ্যমাত্রা "২০৩০ সালের মধ্যে অসংক্রামক রোগে মৃত্যু এক তৃতীয়াংশে নামিয়ে আনা" এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। এসব লক্ষ্য অর্জনে তামাক পণ্যে কর বৃদ্ধি হচ্ছে একটি ব্যয়-সাশ্রয়ী পদক্ষেপ। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অল্প করে তামাক পণ্যের দাম বাড়ানো হলেও দেশের মাথাপিছু আয় তারচেয়ে দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাওয়ায় কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় তামাক পণ্য ব্যবহার কমানো যাচ্ছে না।

সকল বয়সী মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ এসডিজির লক্ষ্য ৩, যা অর্জনে তামাক ব্যবহার নির্মুল আবশ্যক।

২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত দেশ গড়তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, "আমরা তামাকের উপর বর্তমান শুল্ক-কাঠামো সহজ করে একটি শক্তিশালী তামাক শুল্ক-নীতি গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিব। এর উদ্দেশ্য হবে দেশে তামাকজাত পণ্যের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস এবং একইসাথে এ অঞ্চলের সর্বোত্তম ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা নিয়ে সরকারের শুল্ক আয় বৃদ্ধি করা।"[২]

তামাক পণ্যের ঘোষিত মূল্যের অসামাঞ্জস্যতায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি

২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে বিভিন্ন স্তরের সিগারেটের দশ শলাকার একেকটি প্যাকেটের যে মূল্য ঘোষণা করা হয়েছে, বাজারে তারচেয়ে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বেশি মূল্যে সিগারেট বিক্রি করা হচ্ছে। যেমন: নিম্ন স্তরের দশ শলাকার সিগারেটের একটি প্যাকেটে মূল্য ৪০ টাকা লেখা থাকলেও দেখা যাচ্ছে তা বাজারে খুচরা বিক্রি হচ্ছে ৫০ টাকায়। অথচ সিগারেট কোম্পানিগুলো রাজস্ব বোর্ডকে কর দিয়েছে ঘোষিত খুচরা মূল্য হিসেবেই অর্থাৎ ৪০ টাকা হিসেবে। সকল স্তরের সিগারেটের জন্যই এ কথা প্রযোজ্য। অর্থবছরে এভাবে সিগারেট কোম্পানিগুলোর প্রায় ৫,৫০০ কোটি টাকা পর্যন্ত কর ফাঁকি দেয়ার সুযোগ থেকে যাচ্ছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরের সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হবে প্রায় ৫,৫০০ কোটি টাকা।

স্তর	প্রক্ষেপিত ২০ শলাকা প্যাকেট বিক্রি (কোটিতে)	প্যাকেট (২০ শলাকা) প্রতি রাজস্ব ক্ষতি (টাকায়)	রাজস্বে ক্ষতি (কোটি টাকায়)
নিম্ন	২৬৫	১৪.৪	৩,৮১৯
মধ্যম	৩০	৮	২৩৮
উচ্চ	৩৩	১৪.৪	৪৭২
প্রিমিয়াম	৩৪	২৮.৮	৯৬২

কার্যকর করারোপের এবারের প্রস্তাবনা

এই প্রেক্ষাপটে আসন্ন অর্থবছরের বাজেটে (অর্থাৎ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে) সকল স্তরের সিগারেটের খুচরা বিক্রয় মূল্য বাড়ানোর জন্য কার্যকর করারোপের প্রস্তাব সম্মিলিতভাবে হাজির করতে যাচ্ছে বাংলাদেশের বিভিন্ন তামাক-বিরোধী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান এবং গবেষকবৃন্দ। এই প্রস্তাবনাতে অল্প অল্প করে ঘোষিত খুচরা মূল্য না বাড়িয়ে এক ধাক্কায় উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে।

চিত্র-১: বিভিন্ন স্তরের সিগারেটের (১০ শলাকা প্যাকেটের) ওপর বিদ্যমান অ্যাডভেলোরেম সম্পূরক শুল্ক এবং সে অনুসারে এগুলোর বিদ্যমান ঘোষিত খুচরা মূল্যের সাথে আসন্ন ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত বর্ধিত ও সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক এবং সে অনুসারে নতুন ঘোষিত খুচরা মূল্যের তুলনা।

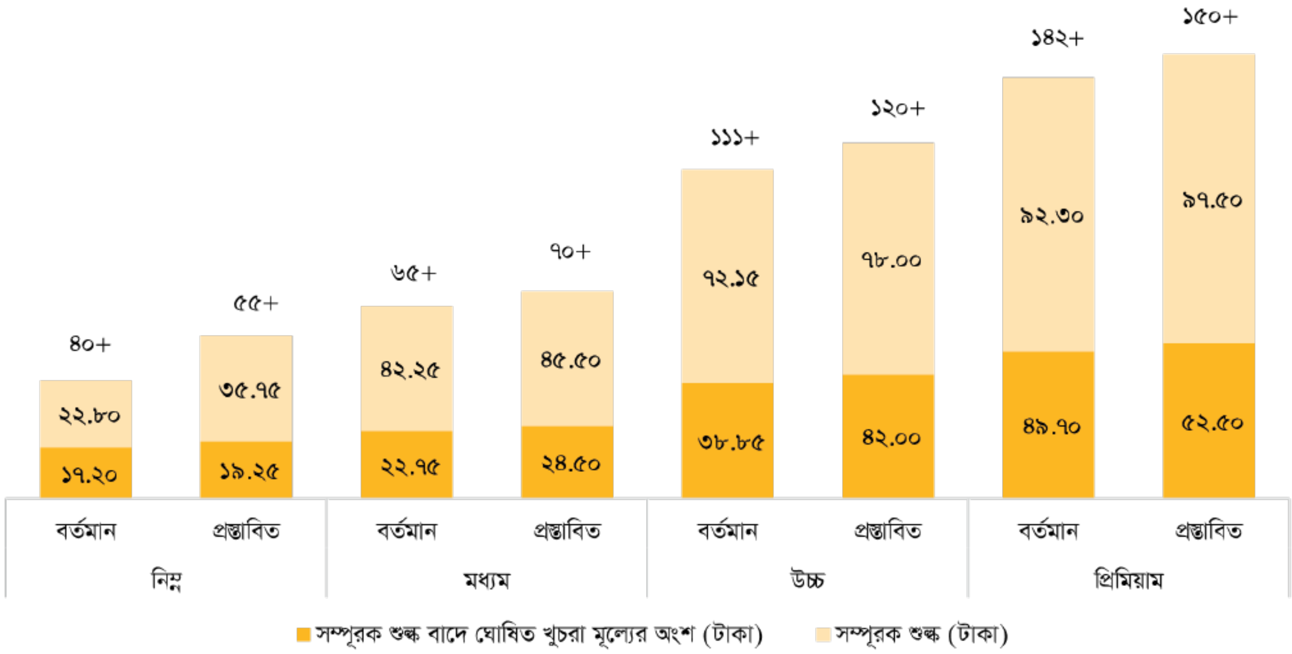

চিত্র-২: ফিল্টারবিহীন বিড়ি (২৫ শলাকার প্যাকেট), ফিল্টারযুক্ত বিড়ি (২০ শলাকার প্যাকেট), জর্দা (১০ গ্রাম) এবং গুল (১০ গ্রাম)-এর বিদ্যমান খুচরা মূল্যের সাথে আসন্ন ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত খুচরা মূল্য ও সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্কের তুলনা।

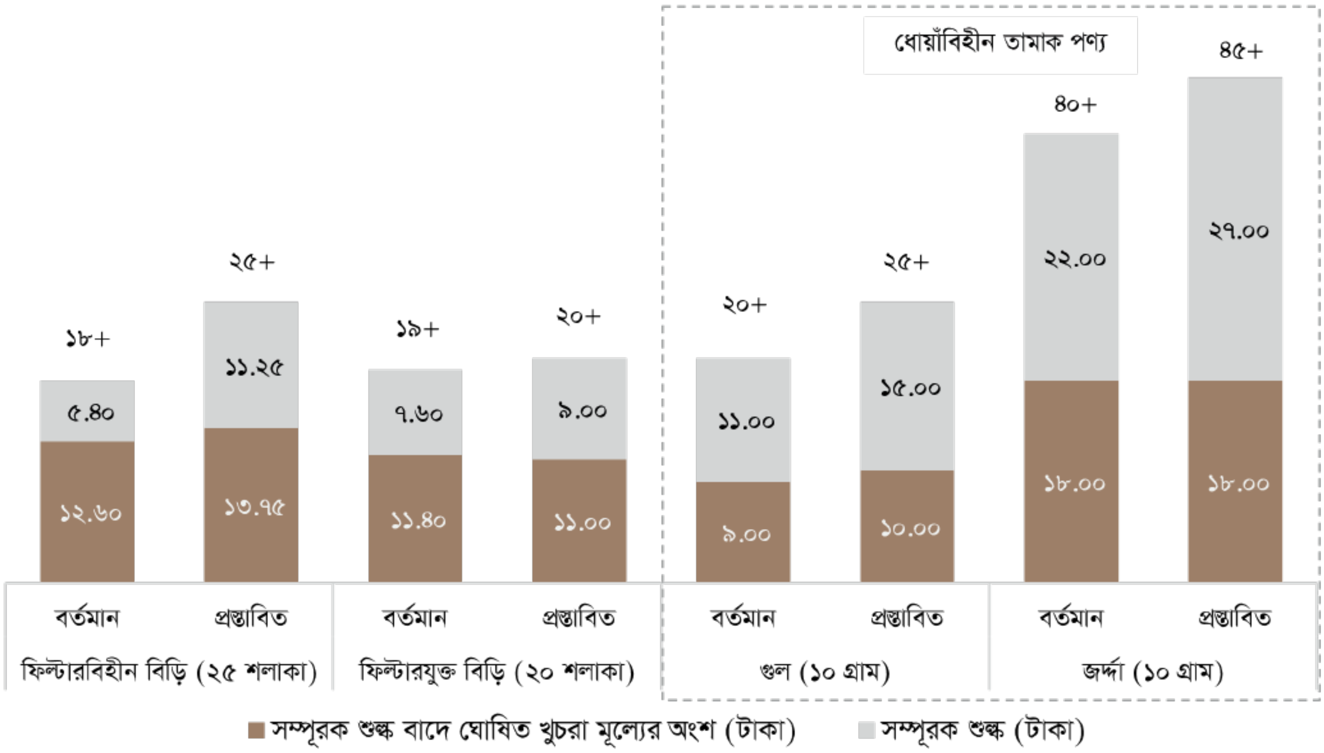

২০১৬ সালে 'ঢাকায় অনুষ্ঠিত দক্ষিণ এশিয়ার স্পীকার্স সামিট'-এ প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় যেমনটি ছিলো সে অনুসারে শুল্ক কাঠামো সহজ করে আহরিত করের পরিমাণ বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে সকল স্তরের সিগারেটের ওপর শতাংশ হিসেবে সম্পূরক শুল্কের বদলে সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। একই সঙ্গে, ফিল্টারবিহীন ও ফিল্টারযুক্ত বিড়ি এবং দুই ধরনের ধোঁয়াবিহীন তামাক পণ্য (গুল ও জর্দার) ওপর বিদ্যমান অ্যাডভেলোরেম সম্পূরক শুল্ক পরিবর্তন করে সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করে এগুলোর ঘোষিত খুচরা মূল্যও উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। বর্তমান অর্থবছরের বাজেটে বিড়ি, জর্দা ও গুলের দাম অপরিবর্তিত রাখা হয়েছিল।

এই সকল তামাক পণ্যের ওপর আগের মতোই ১৫ শতাংশ ভ্যাট এবং ১ শতাংশ স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ বহাল রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। এই প্রস্তাবনা বাস্তবায়ন করা গেলে বিড়ি এবং সবচেয়ে সস্তা সিগারেটের খুচরা মূল্যের পার্থক্য আরও কমে আসবে। ফলে দাম বাড়লে সিগারেট বাদ দিয়ে বিড়ি ব্যবহার শুরু করার সম্ভাবনাও উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কমবে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, ২০২১-এর ডিসেম্বরে উন্নয়ন সমন্বয় পরিচালিত জরিপ থেকে দেখা গেছে যে [৩], সিগারেটের দাম বাড়ানো হলে নিম্ন আয়ের যে পরিবারগুলো সিগারেট ব্যবহার করছে তাদের সিগারেট ব্যবহার আগের মাত্রায় ধরে রাখার জন্য খাদ্য পণ্য ক্রয় করা কমিয়ে আনার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। অন্যদিকে বিড়ি/সিগারেট বিক্রি কমে গেলে এ শিল্পে কর্মসংস্থান হ্রাসের ফলে বড় সামষ্টিক অর্থনৈতিক ক্ষতির যে আশঙ্কা করা হয় তাও অমূলক। কারণ এনবিআর জরিপ থেকে দেখা গেছে যে [৪], বিড়ি শিল্পে যুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা মাত্র ৪৭ হাজার। এর সঙ্গে সিগারেট শিল্পে যুক্ত শ্রমিকদের সংখ্যা এক করে হিসেব করলে যা পাওয়া যায় তা দেশের আনুষ্ঠানিক খাতে যুক্ত শ্রমিক সংখ্যার ১ শতাংশেরও কম।

সুপারিশ

বর্তমান কর কাঠামোয় কার্যকর কর আরোপ দেখা যাচ্ছে না। তামাক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে অতিসত্ত্বর কর কাঠামো সংস্কারের মাধ্যমে কার্যকর কর চালু করা প্রয়োজন।

নিম্ন স্তরের সিগারেটের মূল্য দরিদ্র জনগোষ্ঠীর হাতের নাগালে থাকায়, এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে সিগারেট ব্যবহারের প্রবণতা কমছে না। যথাযথ পরিমাণে দাম বাড়িয়ে এদের মধ্যে চাহিদা কমাতে পারলে তামাক ব্যবহারকারীর সংখ্যা অনেকটা কমে যাবে।

তামাক পণ্যের প্যাকেটে/কৌটায় মুদ্রিত মূল্য ও বাজারে বিক্রিত মূল্যের পার্থক্যের কারণে সরকার বিপুল পরিমাণ রাজস্ব হারাচ্ছে। এই পার্থক্য যেন না হয় তার ব্যবস্থা নিতে হবে।

তথ্যসূত্র

০১. World Health Organization (WHO) (2018). Heart disease and stroke are the commonest ways by which tobacco kills people: Factsheet 2018 Bangladesh. Bangladesh Tobacco Factsheet 2018. WHO.

০২. ২০১৬ সালের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন-এর সমাপনী বক্তৃতার লিংক: https://tinyurl.com/yc47bz2r

০৩. Unnayan Shamannay. (2022). Mapping possible impact of increase in tobacco product prices on overall commodity consumption of Bangladesh households. Unnayan Shamannay. Link: https://tinyurl.com/bdr62f3h

০৪. The revenue and employment outcome of biri taxation in Bangladesh. (2019). Dhaka. National Board of Revenue, Government of the People's Repubic of Bangladesh.

উন্নয়ন সমন্বয়ের ওয়েবসাইট এবং ফেইসবুক পেইজে এ সংক্রান্ত আরও তথ্য পাওয়া যাবে।

স্ক্যান করুন

উন্নয়ন সমন্বয়

যোগাযোগ:

হ্যাপি রহমান প্লাজা (৫ম তলা),
২৫-২৭ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ,
বাংলামোটর, ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ;
ফোন: +880 963 949 4444;
ইমেইল: info@unsy.org;
ওয়েবসাইট: www.unsy.org.